তারিখ ... 23-APR-2003
পৃষ্ঠা ... 27 কলাম ... 1

দৈনিক
ইত্তেফাক

ছিল কলেজ পড়ুয়াদের মেধার লড়াই

বিভাগের প্রধান ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ কায়কোবাদকে নিয়ে গঠিত বিচারকমন্ডলী মূল প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন।

গত ১২ এপ্রিল দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরে এআইইউবি ট্যালেন্ট সার্চ ২০০৩ প্রতিযোগিতার প্রাথমিক বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত এই পর্বের মধ্য দিয়ে মোট ৫৪টি দল মূল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। গতকাল এআইইউবি ক্যাম্পাসে এই প্রতিযোগিতার মূলে পর্বে ঢাকা বিভাগের ১৭টি, চট্টগ্রাম বিভাগের ৯টি রাজশাহীর ১১টি, খুলনার দুইটি, সিলেটের তিনটি এবং বরিশাল বিভাগের দুইটিসহ মোট ৪৪টি দল উপস্থিত ছিল। মূল প্রতিযোগিতায় তিনজন শিক্ষার্থীর গড়া দলগুলোকে মোট ২৫টি গাণিতিক ও প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করতে দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগেরই তিনটি দল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে। নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থী রাইয়ান কামাল, মোঃ তানভির আল আমিন ও মঞ্জুরুর রহমান খানের দল 'দ্যা ব্যাকট্রেকার্স' ১২৬ নম্বর পেয়ে প্রথম; ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থী এ এস এম মাহদী জামিল, মোঃ সালাউদ্দিন আল আজাদ ও মিনহাজ উদ্দিনের দল 'রেসিডেন্সিয়াল মডেল ১' ১১০ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় এবং নটরডেম কলেজের ফয়জুল আজিম কিবরিয়া, মোঃ সালমান নাজির ও সাজিদ মোহাইমেনের দল 'ফিউচারজ' ৯৬ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

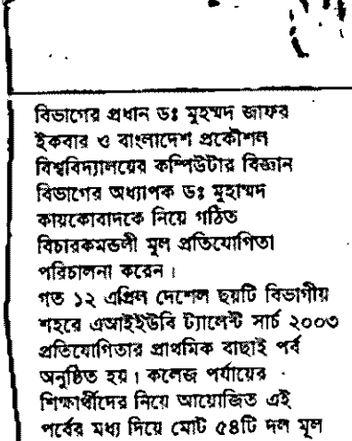

প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন নটরডেম কলেজ দলের তিন সদস্য মোঃ তানভির আল আমিন, রাইয়ান কামাল ও মনজুর রহমান খান।

-ছবি : আরমান হোসেন

প্রথম স্থান বিজয়ীদের মধ্যে ইনডেক্স আইটি লি., কম্পিউটার সোর্স লি, ও সুপিরিয়র ইলেকট্রনিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের সৌজন্যে তিনটি মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটার; দ্বিতীয় স্থান বিজয়ীদের মধ্যে সিটিসেল মোবাইল কোম্পানির সৌজন্যে সংযোগসহ তিনটি মোবাইল ফোন এবং তৃতীয় স্থান বিজয়ীদের মধ্যে ফ্লোরা লিমিটেডের সৌজন্যে তিনটি এপসন প্রিন্টার উপহার দেয়া হয়।

সেই সঙ্গে বিজয়ী দলগুলোর কোচদের ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয়। এছাড়া এই প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে চট্টগ্রামের ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজের 'ইস্পাহানি ২' দলের সদস্য আবদুল্লাহ আল ফারুক প্রথম, দ্যা ব্যাকট্রেকার্স দলের মঞ্জুরুর রহমান খান দ্বিতীয় এবং একই দলের মোঃ তানভির আল আমিন তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এদের সবাইকে ক্রেস্ট ও মেডেল উপহার দেয়া হয়। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী সবাইকে সনদপত্র দেয়া হয়।

সাধারন মানুষের জীবনে প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সারা বিশ্বজুড়ে আজ দ্রুত গড়ে উঠছে মেধা নির্ভর এক নতুন পেশাজীবি সমাজ। তথ্যপ্রযুক্তির ভাষায় যাকে বলে নলেজ বেইজড সোসাইটি। আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে হলে বাংলাদেশকে ও প্রস্তুত হতে হবে যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে। তৈরি করতে হবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম এক দক্ষ ও বৃহৎ জনগোষ্ঠী। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত কিংবা চীন এই নলেজ বেইজড সোসাইটির সুফল পেতে শুরু করেছে অনেক আগে থেকেই।

উন্নত বিশ্বে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় আইটি কর্মীদের সাফল্য অনুকরনীয় দৃষ্টান্তে পরিনত হয়েছে। আমাদের দেশেও এ ধরনের সুষ্ঠু প্রযুক্তিচর্চা ভবিষ্যৎ দক্ষ কর্মী গঠনে সহায়ক হবে।

এ জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজক এবং সংশ্লিষ্ট সবাই প্রশংসার দাবীদার। এখানে উল্লেখ্য যে আগামী বছরও একই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়। ❑